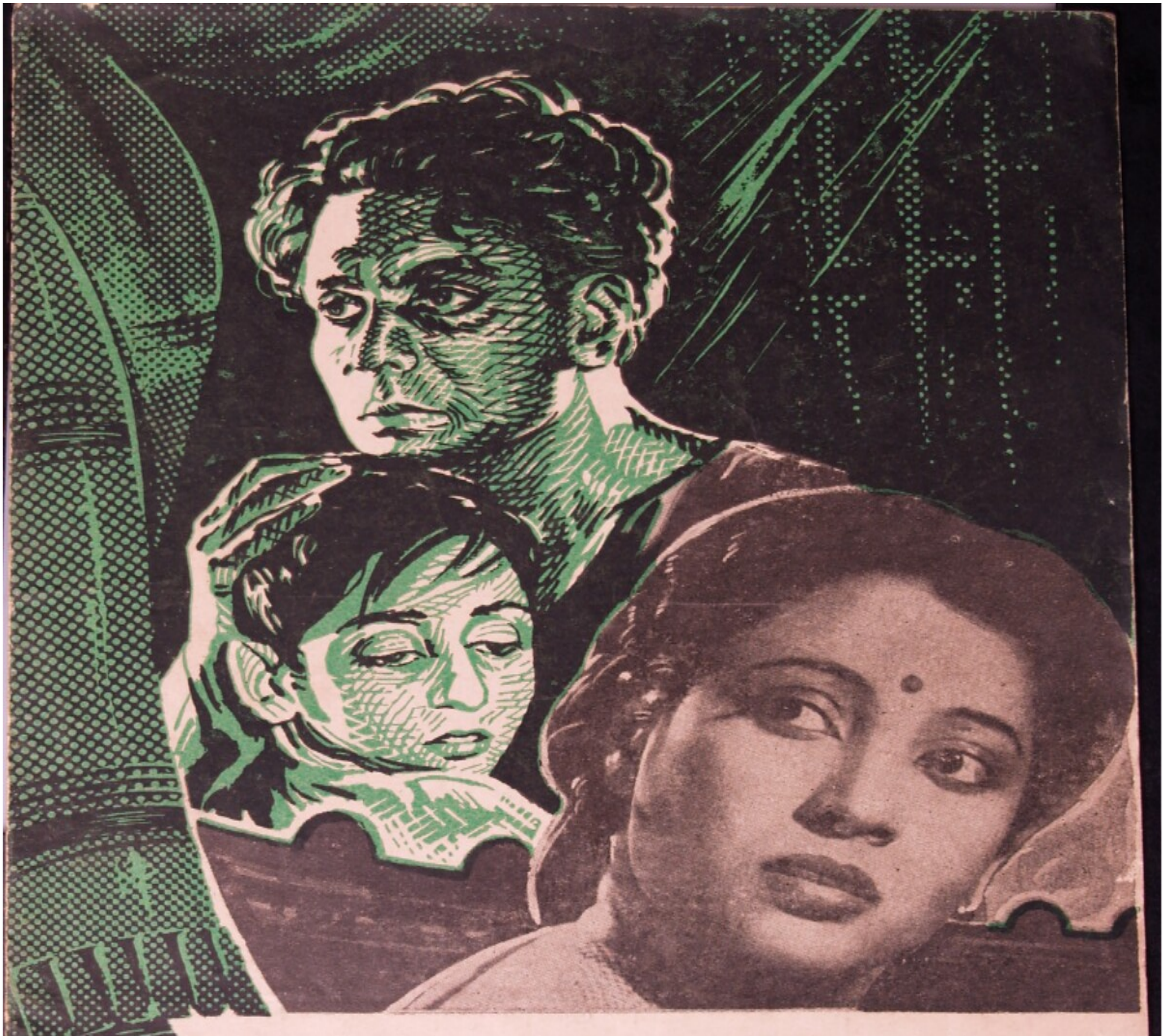

বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের

সাজঘর

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা

অজয় কর

শ্রেষ্ঠাংশে

সুচিত্রা বিকাশ

ছায়াবাণী রিলিজ

11-3-55

বিকাশরায় প্রোডাক্‌সন্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

সুচিত্রা সেন ও বিকাশ রায় অভিনীত

সাজঘর

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সলীল সেন গুপ্ত

সঙ্গীত : সত্যজিৎ মজুমদার

চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা : অজয় কর

প্রযোজনা : অসীম পাল

অন্যান্য ভূমিকায়

সুপ্রভা মুখার্জী, রমাদেবী, মীরা রায়, অজন্তা কর, শান্তি দেবী, শ্যামলী চক্রবর্তী, অনুশীলা, আশা দেবী, মেনকা—

পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, জীবেন বসু, শ্যাম লাহা, ননী মজুমদার, নৃপতি চ্যাটার্জী, বেচু সিংহ, অনিল চ্যাটার্জী, ধীরাজ দাস, খগেন পাঠক, ছবি ঘোষাল, স্বদেশ, মণি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার, গুপী, কান্তি দত্ত, ক্ষিতীশ আচার্য্য, লেতো

ও

নবাগত শ্রীমান বুলু

আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম লেবোরেটরীজ এ পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক :—ছায়াবাণী লিমিটেড

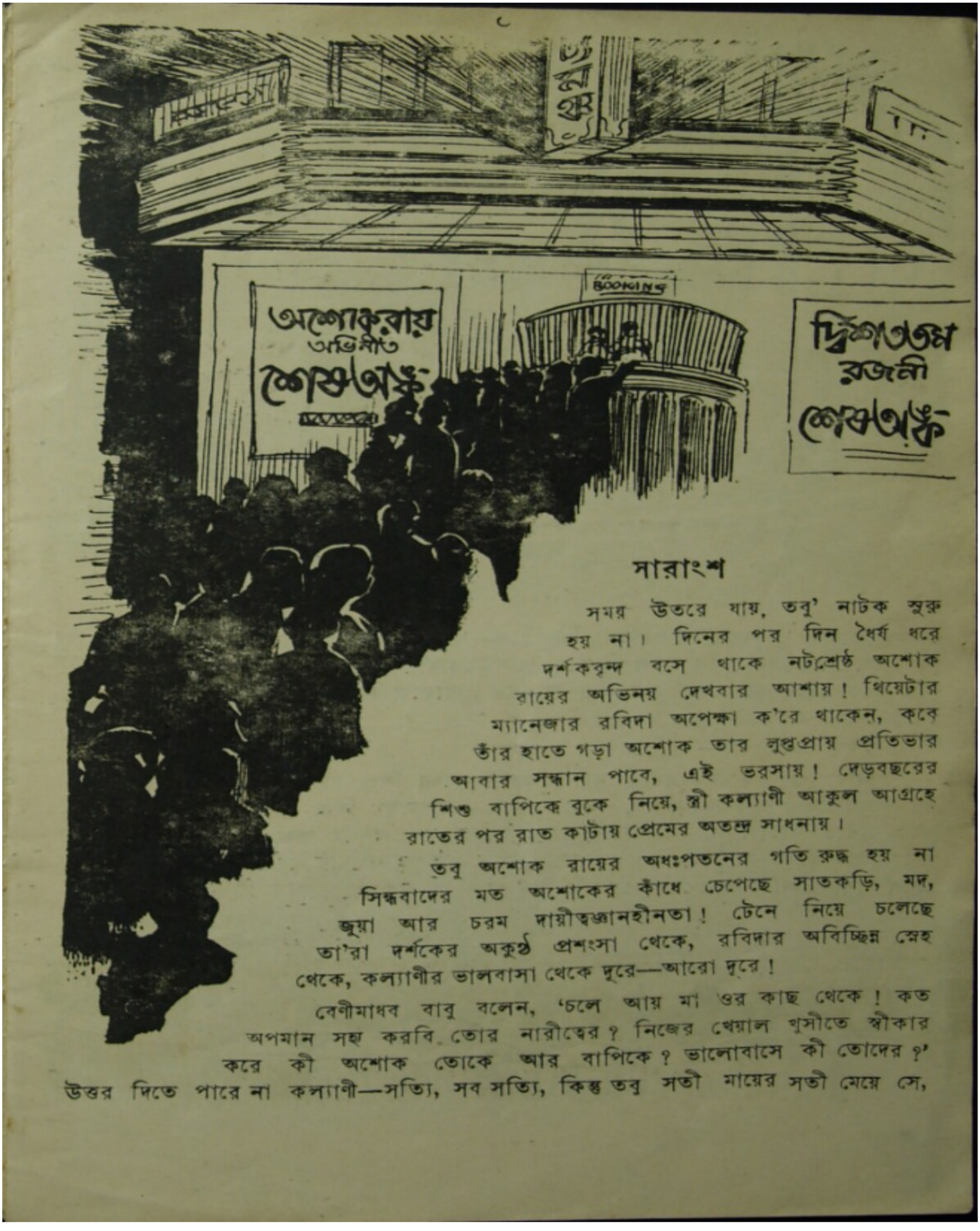

সারাংশ

সময় উত্তরে যায়, তবু' নাটক সুরু হয় না। দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে দর্শকবৃন্দ বসে থাকে নটশ্রেষ্ঠ অশোক রায়ের অভিনয় দেখবার আশায়! থিয়েটার ম্যানেজার রবিদা অপেক্ষা ক'রে থাকেন, কবে তাঁর হাতে গড়া অশোক তার লুপ্তপ্রায় প্রতিভার আবার সন্ধান পাবে, এই ভরসায়! দেড়বছরের শিশু বাপিকে বুকে নিয়ে, স্ত্রী কল্যাণী আকুল আগ্রহে রাতের পর রাত কাটায় প্রেমের অতন্দ্র সাধনায়।

তবু অশোক রায়ের অধঃপতনের গতি রুদ্ধ হয় না সিন্ধবাদের মত অশোকের কাঁধে চেপেছে সাতকড়ি, মদ, জুয়া আর চরম দায়ীত্বজ্ঞানহীনতা! টেনে নিয়ে চলেছে তা'রা দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা থেকে, রবিদার অবিচ্ছিন্ন স্নেহ থেকে, কল্যাণীর ভালবাসা থেকে দুরে—আরো দুরে!

বেণীমাধব বাবু বলেন, 'চলে আয় মা ওর কাছ থেকে! কত অপমান সহ্য করবি তোর নারীত্বের? নিজের খেয়াল খুসীতে স্বীকার করে কী অশোক তোকে আর বাপিকে? ভালোবাসে কী তোদের?' উত্তর দিতে পারে না কল্যাণী—সত্যি, সব সত্যি, কিন্তু তবু সতী মায়ের সতী মেয়ে সে,

একদা স্বামীর ভালবাসার গরবিনী ছিল সে—কী ক'রে যাবে সে ওই একান্ত পর-নির্ভরশীল লোকটীকে ছেড়ে! কল্যাণী বলে, 'বাবা, তোমার কাছে আর টাকা চাইবো না, তুমি ওকে ছেড়ে চলে যেতে বলো না আমাকে। পারবো না আমি, কিছুতেই ওকে ছেড়ে যেতে পারবো না!'

কিন্তু যেতে হয়—

আর শুধু স্বামী ছেড়েই নয়, একরত্তি দুধের শিশু বাপিকেও ফেলে যেতে হয় কল্যাণীকে। পিসীমা বলেন, 'ক্ষমা, সংযম, ভালবাসা দিয়ে তোর স্বামীকে তুই ধ'রে রাখতে পারলি না, মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বড় লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে! তুই ফিরে যা কল্যাণী!' ডুকরে কেঁদে ওঠে ও 'আমার যে ঐ একটী মাত্র ছেলে পিসীমা, আমি ফিরে গেলে ওর যদি কিছু হয়!'

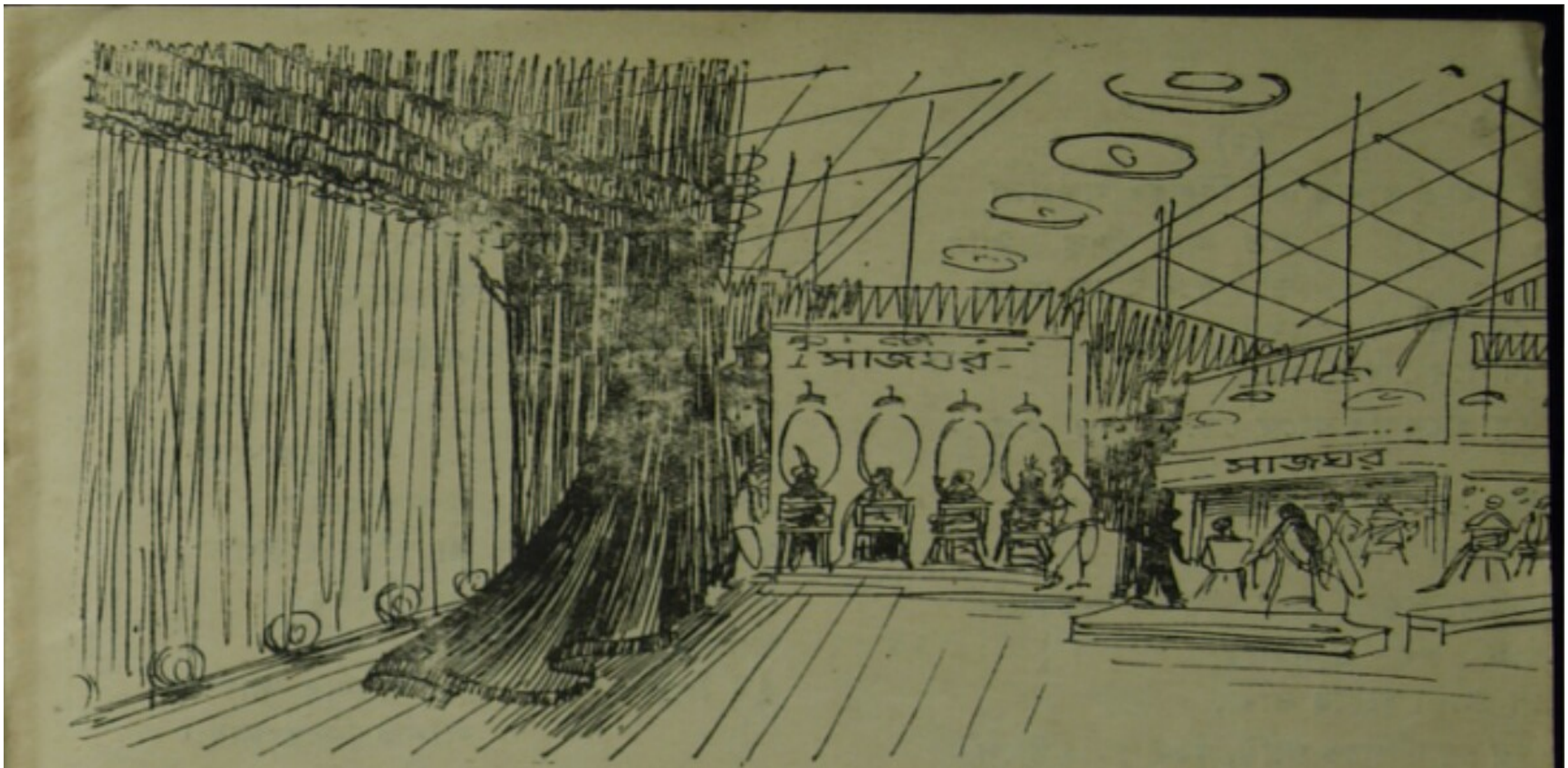

ধাপের পর ধাপ নামতে থাকে অশোক—থিয়েটারের পর থিয়েটার, বোতলের পর বোতল! এক হাতে ধ'রে ছেলেকে অন্য হাতে নেয় যথাসর্বস্ব সম্বলের বোঝা, একদিকে রাখে স্ত্রীর প্রতি বুকভরা ভালোবাসা অন্য দিকে রাখে জীবনের ওপর দুঃসহ অভিমান—পথ চলে অশোক রায়!

সুদীর্ঘ দশবছর।

সহধর্ম্মিনী কল্যাণী, জননী কল্যাণী শহরের জনারণ্যে খুঁজে বেড়ায় তার স্বামীকে, তার ছেলেকে! খুঁজে সে পাবেই তাদের! আবার বাপি তা'কে মা বলে ডাকবে, স্বামীর পায়ের তলায় আবার সে তার আশ্রয় পাবে, আবার ত'ার হারিয়ে যাওয়া সুখের দিনগুলি ফিরে আসবে!

স্বপ্ন দেখে কল্যাণী!

(১)

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি
সুরে সুরে তালে তালে।
তবু যে পরাণ মাঝে
গোপনে বেদনা বাজে
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যা-
কালে।
বিশ্ব হ'তে থাকি দূরে
অন্তরের অন্তঃপুরে
চেতনা জড়ায়ে রহে' ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি,
সে বোঝা হয়েছে ভারী,
যেন সে সঁপিতে পারি, চরম পূজার থালে।

রবীন্দ্রনাথ

(২)

ওরে গোপাল রে—
কাঁদে মাতা যশোমতী মানেনা পরাণ তার
জননীর কিযে ব্যথা কেবা বোঝে আর
(বলে) আয়রে গোপাল ফিরে আয়।
শূণ্য এ ঘর উজল করি আয়রে মানিক
ফিরে আয়।
কেঁদে কেঁদে আঁখি বুঝি অন্ধ হয়ে যায়
হায়রে বিধি তুমি বলো কী করি উপায়।
(বলে) নয়নে আমার মণি নাই
যশোদার চোখে মণি নাই
তুই বিনে আজ গোকুল আঁধার আয়রে
মানিক ফিরে আয়।

গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।

রবীন্দ্র সংগীতের তত্বাবধানে :	দ্বিজেন চৌধুরী
সম্পাদনা :	কমল গাংগুলী
শব্দ ধারণ :	মনি বসু
শিল্প নির্দেশ :	সুনীতি মিত্র
রূপ সজ্জা :	মদন পাঠক
ব্যবস্থাপনা :	ক্ষিতীশ আচার্য্য
প্রধান সহকারী পরিচালক :	হীরেন নাগ
অপারেটিং ক্যামেরাম্যান :	বেবী ইস্‌লাম
প্রচার পরিচালনা :	ক্যাপ্‌স্ (C. A. P. S.)
স্থির চিত্র :	স্যাংগ্রীলা (Edna Lorenz)
পরিস্ফুটন :	আর, বি, মেহতা
পটশিল্প :	কবি দাশগুপ্ত, রবি দাশগুপ্ত

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা :	অরুণ দে
চিত্র শিল্পে :	কানাই দে, রুনু ঘোষ
শব্দধারণ	সুজিৎ সরকার
শিল্পনির্দেশ :	হেমেন ভৌমিক
সম্পাদনা :	প্রতুল রায় চৌধুরী
রূপসজ্জা :	গুরু সরকার
সংগীত :	রবীন ব্যানার্জী, সুশীল ব্যানার্জী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

বিশ্বভারতী

নীরেন শীল

নিওন রিফ্লেক্টোলাইট কোং

রঙ্‌মহল থিয়েটার্স

ও, এন, মুখার্জী এণ্ড সন্স

প্রস্তুতির পথে

বিকাশরায় প্রোডাক্সন্সের
দ্বিতীয় নিবেদন

সুচিত্রা. বিকাশ. উত্তম. সাবিত্রী
অভিনীত

রামধনু

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—মনি বর্মা
চিত্র গ্রহণ ও পরিচালনা—অজয় কর

★ ★ ★